দৈনিক পূর্বঞ্চাল পত্রিকায় ১৮ জুলাই/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত "কেডিএ'র পরিচালনা পর্ষদ বিলুপ্ত বদলে যাবে পরিচালনার কাঠামো" শীর্ষক সংবাদের প্রেক্ষিতে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) এর ব্যাখ্যা/প্রতিবাদ।

কেডিএ ২১ জানুয়ারি ১৯৬১ সালে খুলনা ডেভলপমেন্ট অথরিটি অর্ডিনেন্স, ১৯৬১ এর আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালের সংশোধিত অর্ডিনেন্স মোতাবেক কেডিএ চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সভাপতিসহ আরও ১২জন সদস্যের সমন্বয়ে কেডিএ পরিচালনা পর্ষদ (বোর্ড) গঠিত হয়। কেডিএ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এর কার্যক্রম কেডিএ অর্ডিনেন্স, ১৯৬১ ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত হয়।

বিগত ১০ জুলাই/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ পাস হয়েছে মর্মে আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত পরিচালনা পর্ষদ সম্পর্কে যে সকল বক্তব্য দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কিত কোন গেজেট বা মন্ত্রণালয় হতে কোন নির্দেশনা এই কর্তৃপক্ষ অবগত নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কেডিএ'র যে সকল প্লট বরাদ্দ দেয়া হয় তা নীতিমালা ও বিধি অনুসরণ করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা সম্মানীত বোর্ড সদস্যের প্রভাব বিবেচ্য বিষয় নয় এবং সম্মানীত সদস্যগণ কখনও প্রভাবিত করেননি। কিন্তু সম্মানীত বোর্ড সদস্যদের জড়িয়ে সংবাদ পরিবেশন করায় তাঁদের সম্মান হানি করা হয়েছে। যা এরকম বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য পত্রিকার নিকট কাম্য নয়। সম্মানীত সদস্যবৃন্দ কেডিএ তথা খুলনা উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া কেডিএ এর সচিব এর বরাত দিয়ে আইন পাস হওয়ার পরপরই পরিচালনা পর্ষদ বিলুপ্ত হয়েছে মর্মে যে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে, তাও সত্য নয়।

দৈনিক পূর্বাঞ্চল অত্র অঞ্চলের স্বনামধন্য এবং বহুল প্রচারিত তথ্যবহুল সংবাদ পত্র। বিভিন্ন সময় কেডিএ এর কার্যক্রম নিয়ে বিশ্লেষনধর্মী সংবাদ প্রকাশ করে-যা প্রসংশনীয় এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক। এতে প্রতিয়মান হয় যে, দৈনিক পূর্বাঞ্চল কেডিএ'র মাধ্যমে খুলনা তথা দক্ষিনাঞ্চলের উন্নয়ন প্রত্যাশা করে।

লস্কার তাজুল ইসলাম
উপ সচিব
সচিব
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

E:\Faruk\AS-Protibation.docx